দৈনিক খবর

তারিখ 09 OCT 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

সরকারী সিদ্ধান্তের পরেও

ডিপ্লোমা ইন কমার্সের ২০ হাজার ছাত্র–ছাত্রীর ভর্তি অনিশ্চিত

বগুড়া, ৮ই অক্টোবর সংবাদদাতা প্রবাল খন্দকার জানান, সরকারীভাবে সিদ্ধান্ত নেবার পরেও সংশ্লিষ্ট বোর্ড থেকে ভর্তির নির্দেশ না পাওয়ার কারণে ডিপ্লোমা–ই–কমার্স বহুভাষী শাখায় প্রায় ২০ হাজার ছাত্র–ছাত্রীর ভর্তির বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রিত বগুড়ায় প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বহুভাষী সাঁটলিপি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমীর মতই নটামস অনুমোদিত ১শ' ৩০টি প্রতিষ্ঠানসহ দু'শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ডিপ্লোমা ইন কমার্সে ভর্তির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ বছর থেকেই ঐ কোর্সে ভর্তির সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বেশ কিছুদিন আগে। অথচ সংশ্লিষ্ট বোর্ড থেকে ছাত্র–ছাত্রী ভর্তির প্রয়োজনীয় নির্দেশ এখনো মেলেনি। এ কারণে দেশের ১৬টি বাণিজ্যিক মহাবিদ্যালয়, নটামস অনুমোদিত ১শ' ৩০টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসহ দু'শ সরকারী বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুযোগ থাকার পরেও প্রায় ২০ হাজার ছাত্র–ছাত্রী ভর্তি করা সম্ভব হচ্ছে না। দেশীয় প্রযুক্তি বহুভাষী সাঁটলিপি শিক্ষা দেবার মত দেশের বিভিন্ন সরকারী–বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ শিক্ষক আছেন ১ হাজার ৪শ'। যুব উন্নয়ন অধিদফতরসহ বিভিন্ন সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই কর্মরত আছেন ৩শ' ৬০ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক। জাতীয় বহুভাষী সাঁটলিপি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমীতে ছাত্র–ছাত্রীর আসন আছে ২শ' ৬০টি। এ প্রতিষ্ঠানে আবেদনপত্র জমা পড়েছে প্রায় ১ হাজার ৪শ' ১৬টি। বাণিজ্যিক মহাবিদ্যালয়ে ছাত্র–ছাত্রী ভর্তির সুযোগ আছে ২ হাজার ৫শ' হাজার ৫শ' নটামস অনুমোদিত ১শ' ৩০টি, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ছাত্র–ছাত্রী ভর্তির সুযোগ রয়েছে প্রায় ১০ হাজার। সরকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ছাত্র–ছাত্রী আরো ভর্তি করা যেতে পারে প্রায় সাড়ে সাত হাজার। বর্তমানে দেশের বাণিজ্যিক মহাবিদ্যালয়ে বিদেশী বই নির্ভর যে বাংলা এবং ইংরেজী সাঁটলিপি ডিপ্লোমা ইন কমার্স কোর্সে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তা সময় সাপেক্ষ দু' ধরনের সাঁটলিপি শেখানো হচ্ছে আলাদাভাবে অথচ এ বছর থেকে ডিপ্লোমা ইন কমার্সে বহুভাষী সাঁটলিপি সবগুলো প্রতিষ্ঠানে চালু করা হলে একই সময়ে একই সাথে বাংলা এবং ইংরেজী সাঁটলিপি শেখা সম্ভব। কর্মক্ষেত্রে ও বহুভাষী সাঁটলিপি থেকে পাস করা প্রায় ২ হাজার ছাত্র–ছাত্রী দেশে এবং বিদেশের বিভিন্ন দফতরে চাকরি পেয়েছে।